সুজন ই-সংবাদ

আসুন সবাই মিলে শপথ করি করোনা ভাইরাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি

সংখ্যা-২১ | ৩১ মে, ২০২০

সম্পাদকীয়:

করোনাভাইরাসের ভয়াবহতায় ঘোষিত লকডাউন প্রত্যাহারে উল্টো পথে হাঁটছে বাংলাদেশ। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, সংক্রমণ হারের নিম্নগামিতা দেখে অন্যান্য দেশ পর্যায়ক্রমে লকডাউন প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলেও, আমরা ঘোষণা দিয়েছি সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই যখন ঊর্ধ্বগামী। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে – যা কারোই কাম্য নয়। তাই সরকারের প্রতি আমাদের আহ্বান, এখনই লকডাউন প্রত্যাহার না করে, অন্যান্য দেশের মত সংক্রমণ হারের নিম্নগামিতা দেখেই পর্যায়ক্রমে লকডাউন প্রত্যাহারের ঘোষণা দিন।

সুজন-সহ কয়েকটি সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় পিপিই, ফেস শিল্ড, চশমা, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক, পটুয়াখালী জেলা কমিটি, ডিজাবল ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন, দৈনিক বরিশাল সময়ের আলো এবং জহির-মেহেরুন নার্সিং কলেজের যৌথ উদ্যোগে পটুয়াখালী, বরিশাল ও বরগুনা জেলায় ডাক্তর-নার্স, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং সাংবাদিকদের মাঝে পিপিই, ফেস শিল্ড, চশমা, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। সুজন-পটুয়াখালী জেলা কমিটির সভাপতি ও আজীবন সদস্য মানস দত্ত, জহির-মেহেরুন নার্সিং কলেজের সত্ত্বাধিকারী, সুজন-পটুয়াখালী জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও আজীবন সদস্য জহিরুল ইসলাম জহির, ডি ডব্লিউ এফ কমিউনিটি প্যারামেডিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ, সুজন-পটুয়াখালী জেলা কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক ও আজীবন সদস্য মেহেরুন নেছা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ কাওছারের নেতৃত্বে উপকরণসমূহ বিতরণ করা হয়।

গত ২০ মার্চ থেকে ২০ মে ২০২০ পর্যন্ত বিতরণকৃত উপকরণের মধ্যে ছিল ১০০০ পিপিই, ৩০০ ফেস শিল্ড, ৩০০ চশমা, ১০০০ মাস্ক, ৫০০ হ্যান্ড গ্লাভস ও ৫০০ হ্যান্ড স্যানিটাইজার। উল্লেখ্য, এই কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করে গ্রামীণ ফোন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ এ্যাসোসিয়েশন এবং ডিজাবল ওয়েল ফেয়ার (ডি ডব্লিউ এফ) ফাউন্ডেশন।

বরিশালের বাবুগঞ্জে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

কথায় আছে "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও বাড়া বানে (ধান ভাঙ্গে)"। কথাটা সুজন-ঢাকা মহানগরের আওতাভূক্ত ধানমন্ডি থানা কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুল্লাহ খান এবং কলাবাগান থানা কমিটির প্রচার সম্পাদক আজমাইন আরাফাত রাজিবের কার্যক্রম দেখে মনে পড়ে গেল। কেননা, উপরোল্লেখিত দুইজন স্ব স্ব থানা এলাকায় সুজন-এর কাজে সক্রিয় হলেও গ্রামের বাড়ি গিয়েও নেমে পড়েছেন সংগঠনটির কাজে।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হলে আব্দুল্লাহ ও রাজিব তাঁদের গ্রামের বাড়ি বরিশালের বাবুগঞ্জ চলে যান। ঘোষিত লকডাউনের প্রভাবে নিজেদের এলাকার দৈনিক আয়ের উপর নির্ভরশীল কর্মহীন মানুষগুলো অসহায় হয়ে পড়ে, তখনই তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন বিপন্ন মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর। তাঁদের সাথে যোগ দেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ফিরোজ হোসাইন।

প্রথমেই তাঁরা সংগঠিত করেন তাঁদের বন্ধু-বান্ধব, অর্থাৎ বাবুগঞ্জ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০০৬ এসএসসি ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের। এই তরুণ-তরুণীদের আর্থিক সহযোগিতায় গঠিত তহবিল দিয়ে তারা বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর ইউনিয়ন ও তার আশেপাশের এলাকার ৩৪৩টি পরিবারে উপহার হিসেবে তুলে দেন খাদ্যসামগ্রী। খাদ্যসামগ্রীর তালিকায় ছিল ৫ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি ছোলা বুট, ১ কেজি পেঁয়াজ, ১ লিটার তেল ও আধা কেজি লবন।

কাফরুল থানা কমিটির উদ্যোগে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

গত ৮ মে ২০২০-এ, ঢাকা মহানগরের আওতাভূক্ত সুজন-কাফরুল থানা কমিটির উদ্যোগে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ঘোষিত লকডাউনে আটকে পড়া ১৪০টি পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। সুজন- ঢাকা মহানগর কমিটির অর্থ সম্পাদক, কাফরুল থানা কমিটির সভাপতি ও আজীবন সদস্য জনাব তাসবীর লস্করের নেতৃত্বে পরিচালিত এই কার্যক্রমে অংশ নেন খালিদ সাইফুল্লাহ, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সেলিম উদ্দিন ও মোঃ সোহেল। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছিল পরিবারপ্রতি ৫ কেজি চাল, ৩ কেজি আলু, ২ লিটার তেল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি চিনি ও ১ কেজি লবন। সাথে ছিল ৪টি হাত ধোয়ার সাবান। উল্লেখ্য, এই সহায়তাসামগ্রী সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

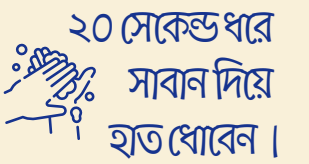

ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন;
সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

সম্পাদক: ড. বদিউল আলম মজুমদার
নির্বাহী সম্পাদক: দিলীপ কুমার সরকার
কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সোহেল রানা
প্রকাশনায়: সুজন সচিবালয়
আইটি ইউনিট প্রডাকশন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

shujan.org | votebd.org
facebook.com/shujan.bd

হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল-৪)
বক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৯১২-২০৮৬

তথ্য পাঠিয়ে সহায়তা করেছেন: আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মুর্শিকুল ইসলাম শিমুল এবং সুজন-পটুয়াখালী জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও আজীবন সদস্য জনাব জহিরুল ইসলাম জহির।